১.১১ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধের উপায়সমূহ
The measures to combat Communalism

ভারতের সমাজব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার শিকড় বহুদূর প্রসারিত। একে নির্মূল করা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও চেষ্টার ত্রুটি রাখলে চলবে না। সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

(১) রাজনীতিকে ধর্মের থেকে বিচ্ছিন্ন করা ঃ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করতে হলে রাজনীতিকে ধর্মের থেকে পৃথক করতে হবে এবং ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মীয় ব্যাপারে খুব বেশি মাথা ঘামানো চলবে না। ধর্মাচরণের বিষয়টি তাঁদের ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। নির্বাচনি প্রচারে এবং দলীয় প্রার্থী নির্বাচনে ধর্মীয় আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

(২) সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনমত গঠন ঃ সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করতে হলে সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফলাফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুকূলে জনমত গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্র নয়, সরকার নয়, একমাত্র জনগণই পারে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। এ ব্যাপারে একটি সদর্থক পদক্ষেপ হল দেশ থেকে সমস্ত প্রকার সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠনকে কোনঠাসা করা। কোনো সাম্প্রদায়িক দলের প্রতিনিধিকে নির্বাচনে জয়ী করা চলবে না।

Scanned with CamScanner

(৩) **ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রসার** ঃ সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান উপায় হল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রসার সাধন। পাঠ্যপুস্তকগুলি যাতে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল হয় তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বর্ধনে সহায়ক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সামিল করা দরকার। বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সঙ্গীত অতি অবশ্যই দেশাত্মবোধক ও ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। উপযুক্ত গণতান্ত্রিক, সংস্কারমুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় সহনশীলতা ও অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন পূজাপার্বণে ছুটি দেওয়া এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে নানাবিধ ধর্মীয় উৎসব পালন নিষিদ্ধ করতে হবে। এমনকি ভর্তির আবেদনপত্রে ধর্ম ও জাতির উল্লেখ তুলে দিতে হবে।

(৪) ধর্ম ও জাতপাতের ভিত্তিতে ভারতে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে তা সাম্প্রদায়িক চেতনাকে পরিপুষ্ট করে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ায়। এই ধরনের **সংরক্ষণমূলক বৈষম্য ব্যবস্থার অবিলম্বে** অবসান ঘটানো দরকার। সংরক্ষণ ব্যবস্থা যদি একান্তই রাখতে হয় তবে তা ধর্ম ও জাতপাতের পরিবর্তে দারিদ্র্যের মানদণ্ডে হওয়া উচিত।

(৫) ভারতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেওয়ানি আইন প্রচলিত রয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একটি বড়ো অন্তরায়। তাই পশ্চিমি দেশগুলির মতো ভারতেও অবিলম্বে **অভিন্ন দেওয়ানি** বিধি চালু করা প্রয়োজন। এছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনের বিলোপ সাধন দরকার।

(৬) ভারতে বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলিতে যেসব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় তার একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের নীতিকথামূলক লোককাহিনি, পৌরাণিক কাহিনি, উপকথা ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোককাহিনি গল্পগাথা, উপকথা ইত্যাদি উপেক্ষিত হয় এবং তাদের মধ্যে এক ধরনের বঞ্চনাবোধের সৃষ্টি হয় যা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিনাশের কারণ হয়ে ওঠে। সুতরাং বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতিতে এমনভাবে অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে হবে যাতে কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো না হয়।

অন্যান্য ঃ সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের জন্য আরও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, যেমন—

(ক) বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, খালসা কলেজ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক নামযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নাম পরিবর্তন করে অ-সাম্প্রদায়িক নাম দিতে হবে।

(খ) সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদতা দূর করতে হবে।

(গ) সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন সংরক্ষণের যে দাবি উত্থাপিত হচ্ছে সেটিকে কোনোমতেই মেনে নিলে চলবে না। সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন সংরক্ষণের দাবি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

(ঘ) কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভারতের মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক দাবি পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে।

(ঙ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাপ্রবণ এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের জন্যে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী গঠন করাও প্রয়োজন।

(চ) প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে।

(ছ) কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে হেয় করা হয়েছে এমন পুস্তককে নিষিদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষাদান নিষিদ্ধ করতে হবে।

(জ) সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলিতে যে-কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত প্রচারকার্য নিষিদ্ধ করতে হবে।

সবশেষে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচলিত অর্থব্যঞ্জনাকেও বদলাতে হবে। 'সবধর্মই সমান'-এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির বদলে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে। দেশের যুবসমাজকে উদ্দেশ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "তোমরা গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলেই স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছবে" ("You will be nearer to Heaven through football than through the study of Gita.")। মানুষের পরিচয় ধর্মে নয়, তার কীর্তিতে, তার মনুষ্যত্বে। ধর্মের মানুষ হয় না, মানুষেরই ধর্ম হয়।

Scanned with CamScanner